অধিকার সম্পর্কিত বিশ্ব ঘোষণা পত্রের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ঃ সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ সাম্প্রতিককালে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ এক ভয়াভহ সমস্যা। কত নিরীহ নিষ্পাপ প্রাণ, কত মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করে সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বে আতঙ্কের জাল বিস্তার করেছে। এই সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায় আবদ্ধ করলে বোঝায়, সাধারণত রাজনৈতিক লক্ষ্যে সাধারণের জন্য সংগঠিত হিংসার প্রয়োগ। 1930 এর দশকে এই সন্ত্রাসবাদের ধারণা পরিবর্তিত হয় তখন সন্ত্রাসবাদে বলতে বোঝানো হত একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমন পিড়নমূলক ব্যবস্থা। সন্ত্রাসবাদিরা হিংসার প্রয়োগ করে হিংসাত্মক কার্যাবলীর মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান সহিংস ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে অনেক দেশেই বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী আইন প্রণীত হয় এর সাথে সাথে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের 2(4) নং ধারাতে বলা হয় রাষ্ট্রকর্তৃক সমস্ত প্রকার বলপ্রয়োগ অথবা ভীতি প্রদর্শন সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

নিরীহ নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের Rome Statute-এ। সন্ত্রাসি কর্ম কাণ্ডের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই যে কোনো দেশে বিপথগামী ব্যক্তিরা অন্য কোনো দেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে নিজে ও দেশে ফিরে সন্ত্রাসি অপরাধ সংগঠন করতে পারে এবং করেও থাকে। এইভাবে অন্য কোনো দেশ থেকে সন্ত্রাসি কার্যকলাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা উপকরণ নিয়ে আসে বা অন্য কোনো দেশে সন্ত্রাসি সংগঠন এগুলি নিয়ে আসতে পারে। UNO এর পঞ্চম অনুচ্ছেদে এই ধরনের সন্ত্রাস রোধ করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশ কতকগুলি আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বেশ কতগুলি আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সেই সমস্ত আইনগুলি হল—

(১) সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সংগঠন, উসকানি, সাহায্যে দান, অর্থ সরবারহ, উৎসাহ দান, এমন কি সহ্য করে যাওয়া থেকে বিরত হওয়া।

(২) নিজের নিজের ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসবাদি কার্য কলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া।

(৩) সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, বিচার, শাস্তি দান এবং (বিদেশির ক্ষেত্রে) প্রত্যর্পণ।

(৪) এই মর্মে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন।

(৫) আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও বিনিময়ের কাজে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সহযোগিতা।

(৬) বিদ্যমান আন্তর্জাতিক চুক্তি গুলির জাতিয় আইন এর মাধ্যমে প্রয়োগের মতে ব্যাপারে সহমত।

(৭) সন্ত্রাসবাদি সংশয় আছে এমন কোনো ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থি হলে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় না দেওয়া এবং উৎবাস্তুদের আশ্রয় না দেওয়া।

এই আইন গুলোকে সামনে রেখে আকাশ পথে সন্ত্রাসদমনের ব্যাপারে স্বাক্ষরিত হয়েছে টোকিয়ো (1963), হেগ (1970) ও মনট্রিওল (1971) চুক্তি। অপহরণ ও বন্দিপণ বিরোধ চুক্তিটি সম্পাদিত হয় 1979 Convention Against Taking of Hastages এবং Convention for Supperession of financing of Terrorism (1999)।

প্রসঙ্গ, ভারত সরকার এই সব চুক্তির অনেক গুলিরই শরিক, সমর্থক উদ্যোক্তা। সন্ত্রাস দমনের প্রয়োজনেই ভারত সরকার POTA (Prevention of Terrorist Activities) আইন চালু করেছিলেন। আর এ বিষয়ে UN Working Group এর কাছে একটি বিস্তারিত Draft Convention ও পেশ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ভারতে আন্তর্জাতিক দিক থেকে স্বীকৃত মানবাধিকারসমূহের ওপর একটি